রাজ্য আমমেলায় এবারও প্রথম বাঁকুড়ার আম্রপালী

রাজ্য আমমেলায় প্রথম পুরস্কার পাওয়ার পর তৃপ্তির হাসি। ছবি ঃ রূপেশ খান

দীপেন ঢাং

বাঁকুড়া, ১২ জুন ঃ এই নিয়ে পরপর চারবার রাজ্য আমমেলায় সেরার পুরস্কার ছিনিয়ে নিল বাঁকুড়ার আম্রপালী। এবারও বাঁকুড়া জেলা প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। ২০১৫ সালে বাঁকুড়া প্রথম এই মেলায় অংশগ্রহণ করে। সেই থেকেই সেরার তালিকায় নাম উঠেছে বাঁকুড়ার। আগামী ৬ জুলাই দিল্লিতে জাতীয় আমমেলায় অংশ নিতে চলেছে বাঁকুড়ার আম্রপালী । বাঁকুড়া জেলা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন বিভাগের আধিকারিক ড: মলয় মাজি বলেন, আমরা চেষ্টা করেছি এবং সাফল্য লাভ করেছি। ২০১৫ সালে যখন আমরা প্রথম রাজ্য আমমেলায় অংশগ্রহণ করেছিলাম পুরস্কার পাব ভাবিনি। কিন্তু মালদাকে পেছনে ফেলে স্বাদে-গন্ধে-বর্ণে প্রভৃতি সাতটি বিভাগে আমাদের আম্রপালী প্রথম স্থান অধিকার করেছে। তারপর দিল্লির জাতীয় আমমেলাতেও পরপর তিনবার পুরস্কার জিতে হ্যাট্রিক করেছে আম্রপালী । সেই থেকে বাঁকুড়ার আম বিশ্ববাজারে এমনকি লন্ডনের রাজ দরবারেও পৌঁছে গিয়েছে। এরপর থেকে জেলার আমচাষিদের মধ্যে পতিত জমি, ডাঙ্গা, তোড়া প্রভৃতি অকৃষি জমিতে আম চাষের উৎসাহ বেড়েছে। পাশাপাশি চাষিরাও বিকল্প চাষের উৎস খুঁজে পেয়েছে। এছাড়াও বাঁকুড়ার আমের চারার কদরও বেড়েছে। চাহিদা অনুযায়ী এ বছর এক লাখ আমের চারা তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাই মলয়বাবুরা আম রসিকদের কাছে আবেদন রেখেছেন, আম খেয়ে আঁটি ফেলে না দিয়ে ভালো করে ধুয়ে সেই আঁটি তাঁদের ফেরত দিতে। তাঁরা সেই আঁটি কিনে নেবেন। সেই আঁটি থেকে চারা তৈরি করে কলম করে তা বিলি করা হবে বিভিন্ন জেলায় জেলায়। উদ্যানপালন বিভাগের কোঅর্ডিনেটর সঞ্জয় দাশগুপ্ত বলেন, এবার রাজ্য আমমেলাতেই আমরা ২৩ মেট্রিক টন আম বিদেশে রপ্তানির জন্য বরাত পেয়েছি। এর পুরোটাই যাবে দুবাইয়ে। তিনি বলেন, এবার সাড়ে ৪ হাজার হেক্টর জমিতে আম্রপালী চাষ হয়েছে। ফলন হয়েছে প্রায় ৬০০ মেট্রিক টন। এছাড়াও মল্লিকা, হিমসাগর, ল্যাংড়া, গোলাপখাস, মিলিয়ে প্রায় ১০ হাজার হেক্টর কৃষি ও অকৃষি জমিতে আমের চাষ হয়েছে। এছাড়াও আঙুর, বেদানা, পেয়ারা, সবেদা, লিচু সবই চাষ হচ্ছে রুখা-শুখা এই জেলার মাটিতে। এর জন্য তালড্যাংরায় খামার তৈরি করেছে উদ্যানপালন বিভাগ। এবার দিল্লিতে যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। চতুর্থবারও যাতে পুরস্কার ছিনিয়ে নেওয়া যায় তার তোরজোড় চলছে জোরকদমে।

দ্রুত কাজ শেষ করার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১২ জুন ঃ এই বছরের বাজেটে যে অর্থবরাদ্দ করা হয়েছিল তার এক-চতুর্থাংশ অর্থের অনুমোদন আদায় করতে গলদঘর্ম অবস্থা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের। পঞ্চায়েত ভোটের আচরণবিধি চালু থাকায় উন্নয়নমূলক কোনো কাজই করা যায়নি। এখন প্রথম কোয়ার্টারের তিন মাসের কাজ একমাসে অর্থাৎ জুন মাসের মধ্যেই করতে হচ্ছে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সচিব ও আধিকারিকদের। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কড়া নির্দেশ, 'ভোট ভোট করে অনেক সময় নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আর নয়। যত দ্রুত সম্ভব অর্থ দপ্তরের অনুমোদন নিয়ে উন্নয়নের কাজ শুরু করতে হবে। আর এই ব্যাপারে সমানভাবে উদ্যোগী হতে হবে অর্থ দপ্তরকে। অনুমোদন দেওয়া নিয়ে কোনো টালবাহানা বরদাস্ত করা হবে না।' মুখ্যমন্ত্রীর এই কড়া ফরমানে ব্যতিব্যস্ত অর্থ দপ্তরও। মঙ্গলবার নবান্নে অর্থ দপ্তর সূত্রে খবর, আর্থিক বছরের প্রথম তিন মাসের বরাদ্দ অনুমোদন করিয়ে নিতে দপ্তরগুলিকেও আবার নির্দেশ পাঠিয়েছে তারা। অন্যান্য সময় দপ্তরগুলির পাঠানো প্রস্তাবের ফাইল অর্থ দপ্তরের টেবিলে পড়ে থাকত। এবার আর তা হচ্ছে না। দপ্তরের ফাইল আসলেই তা অনুমোদন করে ফেরাতে হচ্ছে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে।

দপ্তরের উন্নয়ন কর্মসূচির ফাইল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অনুমোদন দিয়ে পাঠাতে না পারলে যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তার জবাবদিহি করতে হবে সেবিষয়ে নিশ্চিত অর্থ দপ্তরের কর্তারা। মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় সূত্রে খবর, চিন সফর শেষ করে এই মাসের শেষে কলকাতায় ফিরে জুলাইয়ের শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক বৈঠক ডাকবেন। ওই বৈঠকেই সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের আর্থিক অনুমোদন কোন স্তরে রয়েছে তার ছবিটা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে অর্থদপ্তর থেকে শুরু করে বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রী ও সচিবরা কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে না পারলে মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষোভ ও রোষের মুখে পড়বেন। আর এই জুন মাসের মধ্যে যত বেশি সম্ভব আর্থিক অনুমোদন অর্থ দপ্তরের কাছ থেকে আদায় করে নিতেই এখন গলদঘর্ম অবস্থা দপ্তরের প্রধান সচিব ও অন্যান্য আধিকারিকদের। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুডবুকে থাকতে এই ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছেন দপ্তরের মন্ত্রীরাও।

কল্যাণেশ্বরী রোডে বাইকে আগুন লাগিয়ে প্রতিবাদ। – রাজা বন্দ্যোপাধ্যায়

বাইকে আগুন লাগিয়ে প্রতিবাদ তৃণমূলের

আসানসোল, ১২ জুন ঃ পেট্রোল ও ডিজেলের পাশাপাশি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার সকালে অভিনব প্রতিবাদ বিক্ষোভ দেখানো হল আসানসোলের বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমান্ত এলাকায় । এদিন সকালে আসানসোলের কল্যাণেশ্বরী রোড থেকে তৃণমূল যুবর রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এক প্রতিবাদ মিছিল বের হয় । মিছিলটি ঝাড়খণ্ড-বাংলা সীমান্তের ডুবুরডি চেকপোস্ট সংলগ্ন এলাকায় এসে শেষ হয় । মিছিলটিতে গাড়ি ও মোটরবাইকের সামনে 'ফর সেল' লিখে নিয়ে আসা হয়েছিল। সেগুলিতে পরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয় । বিশ্বজিৎবাবু বলেন, 'পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বাড়ায় পেট্রোপণ্য কিনতে চালকদের নাভিশ্বাস উঠছে । আমরা গাড়ি বিক্রি করতে চাইলেও গাড়ি বিক্রি করতে পারছি না । কেউ কেনার লোক নেই । তাই গাড়িতে আগুন লাগানোর পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ করে আমরা প্রতিবাদে শামিল হয়েছি।' দাম না কমলে আগামীদিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে এদিন হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়।

বিশ্বকাপের আগে চলছে মিষ্টি তৈরি। মঙ্গলবার কলকাতায়। – পিটিআই

নজর লোকসভা ভোট, সংগঠনে জোর বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ জুন ঃ এই রাজ্যেও লোকসভার ভোটকে পাখির চোখ করেছে বিজেপি। উদ্দেশ্য, গতবারের তুলনায় আসন বাড়ানো। ইতিমধ্যেই ৪২টি লোকসভা কেন্দ্রে একজন করে 'পালক' নিয়োগ করেছে দল। তাঁরা সংগঠন বৃদ্ধি ও জোরদার করার প্রয়াস নিচ্ছেন। গতবার উত্তরপ্রদেশ, বিহার সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ভোটের ফলে মোদির জয়ের রথ এগিয়েছে। এবার পরিস্থিতি আগের বারের মতো অনুকূল নয় বলে একাধিক সমীক্ষায় ইঙ্গিত মিলেছে। ফলত উত্তর-পূর্ব সহ বিভিন্ন রাজ্যে আসন বাড়ানোর জোরদার চেষ্টা চালাচ্ছে দল। তাদের নিশানায় রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস শাসিত পশ্চিমবঙ্গ। সদ্যসমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনে অন্য বিরোধীদের তুলনায় ভালো ফল করে অনেকটাই আত্মবিশ্বাসী বিজেপি। জয়ী প্রার্থীরা যাতে অন্য দলে চলে না যান সেদিকেও নজর রাখছেন তাঁরা। জয়ী প্রার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে, যাতে তাঁরা পঞ্চায়েতের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে করতে পারেন। পঞ্চায়েতে প্রায় ৭ হাজার আসনে এবার জয়ী হয়েছে বিজেপি। বহু ক্ষেত্রে প্রধান পদ পেতে পারে বিজেপি। ঠিক হয়েছে, প্রথম পর্যায়ে পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার জয়ী প্রার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। পরে অন্যত্র এই কাজ চলবে। দলীয় সংগঠন জোরদার করতে সব জেলায় বিস্তারকও নিয়োগ করছে দল।

পুরুলিয়া একলব্য আবাসিক বিদ্যালয়

অধ্যক্ষ অপসারণের দাবিতে পড়ুয়াদের পদযাত্রা

পুরুলিয়া, ১২ জুন ঃ নিজেদের শিক্ষায়তনের অধ্যক্ষকে সরানোর দাবিতে দীর্ঘ ২২ কিলোমিটার পদযাত্রা করল পুরুলিয়ার বোরোর আবাসিক একলব্য বিদ্যালয়ের প্রায় আড়াইশো পড়ুয়া। মঙ্গলবার নিজেদের দাবি নিয়ে তারা মানবাজার মহকুমাশাসকের দপ্তরে যায়। সংগঠনের তরফে বিরসা বীর বাস্কে অভিযোগ করে বলেন, 'ছাত্রীরা অধ্যক্ষের অপসারণ চাইলেও প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। অধ্যক্ষ অজিতকুমার মাহাতোকে দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত না করা পর্যন্ত তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।' গত মে মাসের প্রথম থেকেই পঠনপাঠন বন্ধ রয়েছে একলব্য বিদ্যালয়ে। এখানকার বেশ কিছু ছাত্রী অভিযোগ করেছিল, বিদ্যালয়ের এক চতুর্থ শ্রেণির কর্মী নিয়মিত তাদের শ্লীলতাহানি করছিল। নানা অছিলায় সে ছাত্রীদের গায়ে হাত দিত। বিষয়টি অভিভাবকরা জানতে পেরেই বিক্ষোভ দেখান। এরপরই গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তকে। আপাতত সে জেল হেপাজতে রয়েছে। তখন থেকেই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের অপসারণ চেয়ে ক্লাস বয়কট শুরু করে ছাত্রছাত্রীরা। তবে এদিন মহকুমাশাসক দপ্তরে ছিলেন না। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছে তারা তাদের দাবি জানায়। এই দাবির কথা মহকুমাশাসককে জানিয়ে দেওয়া হবে বলে জানান দুই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তারকনাথ দাস ও মৃদুল শ্রীমানী। দাবিপূরণ না হলে এরপর তারা আরও বড়ো আন্দোলনে নামবে বলে জানায় পড়ুয়ারা।

অভিযুক্ত যুবক বিক্রম ঘোষ।

আপত্তিকর ভিডিয়ো ভাইরাল, আটক যুবক

দুবরাজপুর, ১২ জুন ঃ নাবালককে ভয় দেখিয়ে গৃহপালিত প্রাণীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করানোর ভিডিয়ো ভাইরাল করতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। ভিডিয়ো ভাইরালের খবর জানাজানি হতেই নড়েচড়ে বসেছে পুলিশ। অভিযোগ পেয়েই অভিযুক্ত যুবককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার দুপুরে। বীরভূমের খয়রাশোল থানার জামরাদ গ্রাম সংলগ্ন বাঁশবাগানে। বাড়ির গোরু চড়াতে ওই গ্রামেরই নবম শ্রেণির এক পড়ুয়া ওই বাঁশবাগানে গিয়েছিল। অভিযোগ, গ্রামেরই যুবক বিক্রম ঘোষ বাঁশবাগানে গিয়ে ওই নাবালককে গোরুর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনে বাধ্য করে এবং সেটি ভিডিয়ো করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছেড়ে দেয়। পুলিশ বিক্রম ঘোষকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।

হুমকি

কলকাতা, ১২ জুন (সংবাদ) ঃ চাকরি স্থায়ী করার দাবিতে দমকল বাহিনীর অস্থায়ী কর্মীরা মঙ্গলবার আন্দোলনে শামিল হন। এদিন তাঁরা মির্জাগালিব স্ট্রিটের দমকল বাহিনীর সদর দপ্তরে এক বিক্ষোভ কর্মসূচিতে জানান, মুখ্যমন্ত্রী তাদের চাকরি স্থায়ী করার আশ্বাস এবং ৬০ বছর পর্যন্ত চাকরির সুযোগ করে দিলেও দমকল কর্তারা তা মানছেন না। তাঁদের অভিযোগ, অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ী না করে নতুন লোক নেওয়ার বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। এই অবস্থায় তাঁদের স্থায়ী না করে নতুন লোক নেওয়া বন্ধ না করলে বৃহস্পতিবার থেকে কর্মবিরতি শুরু করার হুমকি দিয়েছেন অস্থায়ী কর্মীরা।

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস

আত্মঘাতী নাবালিকা

রামপুরহাট, ১২ জুন ঃ বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের পরও বিয়ে না করায় আত্মহত্যা করল এক অন্তঃসত্ত্বা নাবালিকা। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের নলহাটি থানার জেষ্ঠাগ্রামে। পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযুক্ত যুবকের বিরুদ্ধে নলহাটি থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে।

মৃত নাবালিকার নাম সুস্মিতা মাল (১৫)। তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল সুলতানপুর গ্রামের যুবক সুজন মালের। সুজন পেশায় রাজমিস্ত্রি। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই যুবকের এক নিকট আত্মীয় থাকেন জেষ্ঠাগ্রামে। বছরখানেক আগে সেই নিকট আত্মীয়ের বিয়েতে জেষ্ঠাগ্রামের বাড়িতে এসেছিল সুজন। সেখান থেকেই সুস্মিতার সঙ্গে তার পরিচয়। এরপরেই মোবাইল ফোনে দুজনের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। মাঝেমধ্যেই ওই যুবক আত্মীয়ের বাড়িতে এসে নাবালিকার সঙ্গে মেলামেশা করত। ফলে তিনমাসের অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে ওই নাবালিকা। অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার কথা সুস্মিতা ওই যুবককে জানালে সে বিয়ে করতে অস্বীকার করে বলে অভিযোগ। সোমবার সন্ধ্যায় কীটনাশক খেয়ে ফেলে নাবালিকা। তাকে প্রথমে লোহাপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও পরে রামপুরহাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভরতি করা হলে গভীর রাতে সেখানেই তার মৃত্যু হয়। অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

৩ দিনের সিআইডি হেপাজত অলীকের

কলকাতা, ১২ জুন (সংবাদ) ঃ মঙ্গলবার ভাঙড়ের পাওয়ারগ্রিড বিরোধী আন্দোলনের নেতা অলীক চক্রবর্তীকে আদালতে তোলা হয়। এদিন তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের করা দুটি মামলার শুনানি হয়। একটি খুনের, অন্যটি পুলিশকে আক্রমণ ও গাড়ি ভাঙচুরের। প্রথম মামলায় অলীককে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। গাড়ি ভাঙচুর সংক্রান্ত মামলায় তাঁকে ৩ দিনের জন্য পুলিশি হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এদিন অলীকের সঙ্গে আদালতে তোলা হয় সইফুল, আকবর, জয়নাল ও অজিমদের। তাঁদের অবশ্য বিচারক জামিনে মুক্তির নির্দেশ দেন। সইফুল, জয়নাল, আকবর এদিন ছাড়া পেলেও অজিমের বিরুদ্ধে অন্য মামলা থাকায় তিনি এদিন মুক্তি পাননি।

স্বামীকে ফিরে পেতে প্রশাসনের দ্বারস্থ

আসানসোল, ১২ জুন ঃ গত ২৫ মে প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী কাজের খোঁজে ভুটানে যান। অভিযোগ তাঁকে ও তার সঙ্গে যাওয়া আরও তিনজনকে সেখানে আটকে রাখা হয়েছে। স্বামী প্রসেনজিৎ চক্রবর্তীর কাছ থেকে পাওনা ফোনে এই কথা জানতে পারেন তাঁর স্ত্রী পিংকি চক্রবর্তী। তাই স্বামীকে ফিরে পেতে মঙ্গলবার পশ্চিম বর্ধমান জেলাশাসকের দপ্তরে এসে জেলার এডিএম খুরশিদ আলি কাদরির সঙ্গে দেখা করেন ও তাঁকে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে একটি লিখিত আবেদন জমা দেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে এডিএম সেই আবেদন পুলিশের কাছে পাঠানোর পাশাপাশি, প্রশাসনের তরফে তা রাজ্য সরকারের কাছেও পাঠানো হয়েছে। জানা গিয়েছে, আসানসোলের হিরাপুর থানার বার্ণপুরের বাটা মোড়ের বাসিন্দা প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী সম্প্রতি কাজের খোঁজে ভুটানের পানবেজা গ্রামে যায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরও দুই যুবক। কিন্তু অভিযোগ তারপর তাঁদের সেখান থেকে বেরোতে দেওয়া হচ্ছে না। পাশাপাশি তাঁদের গৃহবন্দি করে রেখে চলছে ব্যাপক মারধর। লুকিয়ে দিন কয়েক আগে ফোন করে পিংকিকে ঘটনার কথা জানায় প্রসেনজিৎ। এরপর পিংকি হিরাপুর থানায় অভিযোগ জানায়। এদিন এডিএম বলেন, আমি পুলিশকে জানানোর পাশাপাশি, রাজ্য সরকারকে জানিয়ে নবান্নে চিঠি দিয়েছি।

বাইক দুর্ঘটনায় মৃত ১, আহত ২

বর্ধমান, ১২ জুন ঃ বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবকের। দুর্ঘটনায় জখম হয়েছে আরও দুই যুবক। মঙ্গলবার বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে বর্ধমান-নবদ্বীপ রোডে বড়ুল মোড় এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম তুষার মাঝি (২৭)। জখম বাইক আরোহীরা হলেন বাবলু হাজরা ও বিমল হাজরা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় দুই যুবক বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। লরি এবং তার চালক ও খালাসিকে পুলিশ আটক করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে একটি বাইকে চড়ে তিন বন্ধু নবগ্রাম থেকে কুড়মুনের দিকে যাচ্ছিল। নবগ্রাম রাস্তা থেকে বড়ুল মোড়ে ওঠার সময়ে বর্ধমানগামী একটি খালি লরির সঙ্গে বাইক আরোহীদের ধাক্কা লাগে। তিনজনেই ছিটকে পড়ে রাস্তার উপর।

ভিনরাজ্যে যুবকের রহস্যমৃত্যু

বর্ধমান, ১২জুন ঃ ফের ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে রহস্যজনক মৃত্যু হল এই রাজ্যের আরও এক যুবকের। মৃত যুবকের নাম গণেশ ঘোষ (২৮)। পূর্ব বর্ধমানের শাঁখারি ২ পঞ্চায়েতের ওয়ানিয়া গ্রামে যুবকের বাড়ি। পুনেতে হোটেল বয়ের কাজ করত গণেশ। দেহ আনতে মঙ্গলবার পুনে রওনা হয়েছে পরিবারের সদস্যরা। মৃত্যুর সঠিক কারণ নিয়ে ধন্দে পরিবারের সদস্যরা । শাঁখারি ২ পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সাইফুদ্দিন চৌধুরি জানিয়েছেন, সোমবার পুনে থানার পুলিশ খণ্ডঘোষ থানায় জানায়, গণেশ ঘোষ সেখানে আত্মহত্যা করেছে। সাইফুদ্দিনবাবু বলেন , খণ্ডঘোষ থানা থেকে তাঁকে সেকথা জানালে তিনি গণেশের বাড়িতে খবর পাঠান। ইতিমধ্যেই দেহ আনতে পুনেতে রওনা হয়েছে তার পরিবার। মৃত যুবকের দাদা কার্তিক ঘোষ জানিয়েছেন , বছর দশ হল তাঁর ভাই ভিনরাজ্যে গিয়ে কাজ করছে । খুব কমই সে গ্রামের বাড়িতে আসত। পুনেতে হোটেল বয় এর কাজ করছে বলে সে জানিয়েছিল । কিন্তু আত্মহত্যার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। পুনে থানার সাহায্যে খণ্ডঘোষ থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।

বাঁকুড়ায় বজ্রাঘাতে চারজনের মৃত্যু

বাঁকুড়া, ১২ জুন ঃ মঙ্গলবার দুপুরে দক্ষিণবঙ্গ সহ বিভিন্ন জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ তুমুল বৃষ্টি হয়। সে সময় বাঁকুড়ায় বাজ পড়ে মৃত্যু হল এক কিশোরী সহ চারজনের। এরা হলেন- বাঁকুড়ার জয়পুর থানার লক্ষ্মী মাঝি (৩২) এবং তাঁর মেয়ে পায়েল মাঝি (১২)। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মা-মেয়ে মাঠে কাজ করছিল। তখনই বাজ পড়ে তাদের মৃত্যু হয়। একই সময়ে সোনামুখীর নিত্যানন্দপুর গ্রামের বাসিন্দা রণজিৎ দাশের (৪৫) মৃত্যু হয় বজ্রাঘাতে। পুলিশ জানিয়েছে, রণজিৎবাবু মাঠে কাজ করছিলেন। অপর ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার ওন্দা থানার পুনিশোল গ্রামে। গ্রামের মণ্ডলপাড়ার বাসিন্দা আবদুল আলি খান (৩৫) সাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিলেন। সে সময় বাজ পড়ে। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। প্রত্যেকটি মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু

কোলাঘাট, ১২ জুন ঃ ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক সাইকেল আরোহীর। এই ঘটনার জেরে উত্তেজনা ছড়াল পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাট থানার দেউলিয়া বাজারে এলাকায়। মঙ্গলবার সকাল আটটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর। পুলিশ জানিয়েছ, মৃতের নাম গণেশ ঘোড়াই (২৬)। সে কোলাঘাট থানার আমিরচক এলাকার বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্রে খবর, গণেশ এদিন সকালে সাইকেলে চেপে দেউলিয়া বাজারে যাচ্ছিল। দেউলিয়া বাজারের কাছে আসতেই উলটোদিক থেকে দ্রুতগতিতে আসা ডাম্পারটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই গণেশকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। স্থানীয়রা মৃতদেহটি আগলে রেখে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। ফলে দীর্ঘক্ষণ ৬ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে কোলাঘাট থানার পুলিশ স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে অবরোধ তোলে এবং যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

অনুষ্ঠান নানা চ্যানেলে

কী পরিকল্পনা নিয়ে কুণাল বর্ষার বাড়িতে যায় ? **বকুল কথা** রাত ৯টায় জি বাংলায়

খেলা

সোনি সিক্স/এইচডি ঃ বিকেল ৫.৩০ অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ড, প্রথম একদিনের (দিনরাতের) আন্তর্জাতিক ম্যাচ কেনিংটন ওভাল, লন্ডন থেকে।

ডিডি বাংলা

সকাল ৭.০০ সকাল সকাল, ৮.০০ স্বর্ণযুগের গান, ১০.৩০ সাঁওতালি অনুষ্ঠান, ১১.০০ পাঁচ মিনিটে পনেরোটি খবর, দুপুর ২.০০ সংবাদ, ২.৩০ আজকের রান্না, বিকেল ৩.০০ অর্থনীতির দুনিয়া, ৪.০০ মন নিয়ে, ৫.০৫ ছায়াছবির গান, ৫.৩০ কৃষি দর্শন, সন্ধে ৬.০০ ক্যামেরা চলছে, ৬.৩০ প্রযুক্তি তক্কো গপ্পো, ৭.৩০ যুক্তি তক্কো, রাত ৯.০৫ গান অন্তহীন, ১০.০০ সংবাদ প্রবাহ

আইসক্রিম স্পেশাল পর্বে আজ চিকু আইসক্রিম এবং ভার্জিন পিনা কোলাডা তৈরি শিখে নিন নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্যের কাছ থেকে। **রাঁধুনি** সন্ধে ৬টায় আকাশ আটে

হাউ টু ট্রেন ইওর ড্রাগন বিকেল ৪.৪৪ মিনিটে এইচবিওতে

নাম শাবানা বিকেল ৪.৫৪ মিনিটে অ্যান্ড পিকচার্সে

ডিডি বাংলা ঃ বেলা ১১.০৫ অংশুমানের ছবি
আকাশ আট ঃ দুপুর ১.৩০ আর্তনাদ
কালার্স বাংলা ঃ বিকেল ৩.০০ জীবনযুদ্ধ
জলসা মুভিজ ঃ সকাল ১০.৩৫ আঘাত, দুপুর ২.২৫ বেহুলা লখীন্দর, বিকেল ৫.৩৫ লাভেরিয়া, রাত ৯.০০ বোঝে না সে বোঝে না
জি বাংলা সিনেমা ঃ সকাল ১০.০০ সরগম, দুপুর ১২.০০ তিনমূর্তি, বিকেল ৩.০০ বাবা তারকনাথ, সন্ধে ৬.০০ নিমকি ফুলকি, রাত ৮.৪০ অন্যায় অত্যাচার
স্টার গোল্ড ঃ দুপুর ১২.১৫ ভিআইপি-টু, ২.২৫ রগড়া, বিকেল ৪.৫৫ বুলেট রাজা, রাত ১০.৩৫ ধ্রুব
ইউটিভি মুভিজ ঃ বেলা ১১.১৫ কসম, দুপুর ২.১৫ আখিয়োঁ সে গোলি মারে, বিকেল ৫.২০ নাম্বার ওয়ান জুড়ওয়া, রাত ৮.১০ নরসিমহা
মুভিজ নাও ঃ বেলা ১.৫০ প্রিন্স অফ পার্শিয়া-দ্য স্যান্ডস্ অফ টাইম, বিকেল ৩.৪৫ রিটার্ন টু দ্য থার্টিসিক্সথ চেম্বার, ৫.৩০ দ্য অ্যানিম্যাল, সন্ধে ৭.১৫ মিনিওনস, রাত ৯.০০ স্যান অ্যানড্রিজ